যুগান্তর

তারিখ 28 AUG 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

৮৫ হাজার ৮৭৯ পরীক্ষার্থীর খাতা পুনঃনিরীক্ষার আবেদন

মুসতাক আহমদ

এইচএসসি পরীক্ষা

পরীক্ষার খাতা 'পুনঃনিরীক্ষার' নামে প্রতারিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এসএসসি ও এইচএসসিসহ পাবলিক পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল করতে না পেরে অনেকেই খাতা 'চ্যালেঞ্জ' করে আবেদন করে থাকে। এসব আবেদনকারীর ধারণা, বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের খাতাগুলো 'পুনঃমূল্যায়ন' করে থাকে। কিন্তু বাস্তবে প্রাপ্ত নম্বর গণনা বা কোথাও নম্বর প্রদানে ভুলভ্রান্তি হয়েছে কি না, তা ছাড়া আর কিছু দেখা হয় না।

এদিকে এইচএসসিতে এবার রেকর্ডসংখ্যক শিক্ষার্থী খাতা চ্যালেঞ্জ করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ১০ বোর্ডে সর্বমোট ৮৫ হাজার ৮৭৯ পরীক্ষার্থী আবেদন

আবেদন : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

আবেদন : খাতা পুনঃনিরীক্ষার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছে। এ সংখ্যা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর প্রায় সাড়ে আট ভাগের একভাগ। এবার মোট পাস করেছে ৭ লাখ ৪৪ হাজার ৮৯১ জন। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শেখ ওয়াহিদুজ্জামান জানান, পুনঃনিরীক্ষার ফল আগামী ১০ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হবে।

এসব পরীক্ষার্থী মোট ২ লাখ ৩৭ হাজার ৪৮৬টি উত্তরপত্রের পুনঃমূল্যায়ন চেয়েছে। ১২টি পত্রের মধ্যে সর্বনিম্ন দুটি থেকে সর্বাধিক ৮টি পত্র চ্যালেঞ্জ করার রেকর্ড রয়েছে। আর সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে রসায়ন ও বাংলা বিষয়ের ফলাফল।

খাতা পুনঃনিরীক্ষা বাবদ বোর্ডগুলো মোট আয় করেছে সাড়ে ৩ কোটি টাকারও বেশি। বোর্ডগুলো প্রতি পত্রের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করেছে ১৫০ টাকা করে। অথচ খাতা প্রতি এই খাতে তাদের ব্যয় হবে মাত্র ৮ টাকা করে। সে হিসাবে তাদের সর্বমোট ব্যয় হবে ১৯ লাখেরও কম। প্রশ্ন উঠেছে, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এত টাকা আদায়ের কোন যৌক্তিকতা রয়েছে কিনা।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক শেখ ওয়াহিদুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, এটা ঠিক যে জনগণের প্রত্যাশা পরীক্ষার খাতা পুনঃমূল্যায়নের। তারা সেটা ভেবে আবেদনও করে থাকে। কিন্তু তারা খাতা পুনঃনিরীক্ষা বা পুনর্গণনা করেন কেবল। তিনি বলেন, বিষয়টি রেগুলেশন বা প্রবিধানমালায় বিধিবদ্ধ। এর বাইরে তারা যেতে পারেন না। তিনি বলেন, প্রবিধানমালা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এটা করা সম্ভব নয়। অধ্যাপক জামান আরও বলেন, ফল প্রকাশের পর যদি পুনঃমূল্যায়ন করতে হয়, তাহলে সেটিকে বলা যায় তৃতীয় পরীক্ষক'র দ্বারা মূল্যায়ন। এটা এই মুহূর্তে সর্বনিকাশের পর্যায়ে বিদ্যমান রয়েছে। ওই ক্ষেত্রে এটা এ জন্য সম্ভব যে, সেখানে খাতায় কোন নম্বর প্রদান করা হয় না। টেবুলেশন করতে গিয়ে যদি কোন খাতায় দু'পরীক্ষকের দেয়া নম্বরে ২০ ভাগ পার্থক্য হয়, তখন সেই খাতা তৃতীয় পরীক্ষকের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসির খাতায়ই নম্বর প্রদান করা হয়। ফলে কৌশলগত কারণেও তৃতীয় পরীক্ষণ সম্ভব নয়। তিনি আরও জানান, কোন খাতা চ্যালেঞ্জ হলে বিদ্যমান ব্যবস্থায় তারা তিনটি বিষয় নিরীক্ষা করে থাকেন। সেগুলো হচ্ছে মোট যত নম্বর লেখা আছে, সেটা পরীক্ষক ঠিক ভাবে যোগ করেছেন কিনা, প্রশ্নের উত্তরভিত্তিতে ভেতরে নম্বর প্রদানে কোথাও বাদ পড়েছে কিনা এবং ভেতরে প্রশ্নানুযায়ী যে নম্বর প্রদান করা হয়েছে তার যোগফল ঠিক আছে কিনা।

এদিকে পাবলিক পরীক্ষায় খাতা চ্যালেঞ্জ করার পুনঃমূল্যায়নের নামে যে পুনঃনিরীক্ষা হয় কেবল তার ওপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব পেশাগত প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে গবেষণা করেছেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন, শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশার সঙ্গে বাস্তবে অনেক ফারাক রয়েছে।

খাতা চ্যালেঞ্জে রেকর্ড : খাতা চ্যালেঞ্জে এবার রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, এবার ১০ বোর্ডে মোট ৮৫ হাজার ৮৭৯ জন ছাত্রছাত্রী তাদের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করেছে। এরা সর্বমোট ২ লাখ ৩৭ হাজার ৪৮৬টি উত্তরপত্রের পুনঃনিরীক্ষা করতে চায়। গত বছর ৬১ হাজার ৮৯৪ পরীক্ষার্থী ১ লাখ ৮১ হাজার ৮৭৭টি উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষার জন্য আবেদন করেছিল। গত বছরের চেয়ে এবার এইচএসসির ফলাফল খারাপ হয়েছে। শুধু পাসের হার নয়, মোট জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমেছে। ফলাফল চ্যালেঞ্জের তালিকায় দেশসেরা ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের প্রথম হওয়া ছাত্রী পর্যন্ত রয়েছে। সে বাংলায় 'এ-প্লাস' পায়নি। ওই বিষয়টি সে চ্যালেঞ্জ করেছে।

এবার ১০ বোর্ডের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ৩০ হাজার ৫০২ জন, বরিশাল বোর্ডে ৪ হাজার ১৭২ জন, চট্টগ্রামে ৯ হাজার ৮৫৮ জন, কুমিল্লায় ৫ হাজার ৯৪৭ জন, দিনাজপুরে ৪ হাজার ৪৮ জন, যশোরে ১০ হাজার ১৭০ জন, রাজশাহীতে ১০ হাজার ২৭০ জন, সিলেটে ৩ হাজার ৩৪১ জন, মাদ্রাসা বোর্ডে ১ হাজার ৭৫৮ জন, কারিগরিতে ৫ হাজার ৭২১ জন ও ঢাকা বোর্ডের অধীন ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজের (ডিআইবিএস) ১০০ ছাত্রছাত্রী আবেদন করেছে। মোট আবেদনকৃত পত্রের হিসেবে ঢাকায় ৮৬ হাজার ২১৪টি, বরিশালে ১১ হাজার ৭৬২টি, চট্টগ্রামে ২৮ হাজার ৩৩৮টি, কুমিল্লায় ১৫ হাজার ৬৭২টি, দিনাজপুরে ১১ হাজার ৮৩০টি, যশোরে ২৯ হাজার ৪০৬টি, মাদ্রাসায় ৩ হাজার ৯০৩টি, রাজশাহীতে ৩৪ হাজার ৪০টি, সিলেটে ৯ হাজার ৩৭০টি, কারিগরিতে ৬ হাজার ৬৭২টি ও ডিআইবিএসের ২০৯টি খাতা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।